গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ শাখা

...

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব
সভার তারিখ	১৩/১১/২০২২
সভার সময়	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে উপস্থাপন করা হলো।

সভার উপস্থিতি: সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন/প্রশাসন-২), বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আরএস), মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনসমূহে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনাকারী বিভিন্ন ঠিকাদারগণ উপস্থিত ছিলেন, যা পরিশিষ্ট 'ক'-তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। প্রারম্ভিক আলোচনা:

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভারকাজ শুরু করেন। রেলের সেবা শুধু সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানো বা টিকিট পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে আনুষঙ্গিক অনেক কিছু জড়িত। এর মধ্যে ক্যাটারিং সেবা অন্যতম। পূর্বে জনগণ রেলের খাবার খাওয়ার জন্য রেল গাড়ীতে চড়তো। বর্তমানে জনগণ খাবার নিয়ে রেল গাড়ীতে উঠে থাকে। রেলের খাবার মানসম্পন্ন নয় এমন অভিযোগ বিভিন্ন যাত্রীসাধারণ হতে পাওয়া যায়। এছাড়া ওয়েটারগণের আচরণগত সমস্যাও রয়েছে। ট্রেনে চড়ার জন্য খাবার গাড়ীর খাবারের মান ও সেবা যাতে যাত্রীগণ আকর্ষণবোধ করে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিভাবে খাবার গাড়ীর সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা যায় মূলত: এ উদ্দেশ্যেই এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)-কে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

২.২ যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ক্যাটারিং সার্ভিস তিনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হলো (১) ক্যাটারার হিসেবে নিয়োগ প্রদান; (২) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটারিং এন্ড ট্যুরিজম সেল (বিআরসিটিসি); এবং (৩) মার্কেটিং শাখার মাধ্যমে ট্রেনসমূহের ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫৮ জোড়া ট্রেনে ক্যাটারার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২০' এর মাধ্যমে। তবে পশ্চিমাঞ্চল (২৪ জোড়া) এর সকল ক্যাটারারগণের মেয়াদ ৩০/০৯/২০২৩ তারিখের মধ্যে এবং পূর্বাঞ্চলের (২৪ জোড়া) ক্যাটারারগণের মেয়াদ ৩১/০১/২০২২ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মার্কেটিং শাখার মাধ্যমে ৫টি আন্ত:নগর ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করা হয়। আউটসোর্স জনবল দিয়ে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনগুলোতে ২৪টি আইটেমের খাবার বিক্রি করা হয় এবং সেগুলোর মূল্য তালিকা রয়েছে।

২.৩ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান যে, ২০০৯ সাল থেকে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্যাটারিং সার্ভিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি কোম্পানীগুলোর মধ্য হতে শর্ট লিস্টের মাধ্যমে ২২/২৩টি কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কোম্পানীগুলোর মধ্য হতে সার্ভিসের মান,

সার্ভিসের মেয়াদ ও জনবল সরবরাহের সক্ষমতা বিবেচনায় ট্রেনের শ্রেণির ভিত্তিতে ক্যাটারিং কোম্পানীগুলোতে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ট্রেনে সরবরাহকৃত খাবারের আইটেমগুলোর মধ্যে ক্যাটারিং কোম্পানীগুলো নিজেরা তৈরি করে পাশাপাশি বেকারি আইটেমের ক্ষেত্রে ভালো মানের বেকারি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া আছে। বেকারি আইটেমগুলো একই রকম কিন্তু ক্যাটারিং সার্ভিসের তৈরি আইটেমগুলো ভিন্ন হয়। খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তিনি জানান যে, ৫/৬ বছর পূর্বে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রান্ডিং এর অংশ হিসেবে 'রেল পানি' বিভিন্ন ট্রেনে সরবরাহের পাশাপাশি ক্যাটারিং সার্ভিস ও ট্যুরিজম কোম্পানীর মাধ্যমে ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী সর্বপ্রথম বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পুলিশের ক্যাটারিং সার্ভিস এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করা হয়। তিনি আরো জানান যে, কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন লাগার পর হতে ট্রেনে চুলার ব্যবহার বন্ধ থাকায় এখন পঁচা/বাসি খাবারের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে; তিন/চার বছর পূর্বে এ ধরণের অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

২.৪ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) জানান যে, আগে খাবার গাড়ীতে সমস্যা ছিল। এখন নতুন গাড়ীগুলোতে সে সমস্যা নেই। খাবারের গাড়ীর মান ভালো। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন মাঠ পর্যায়ে কাজে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। মহাব্যবস্থাপকগণ এ বিষয়ে সভা করে সমাধান করতে পারেন।

২.৫ যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সোনার বাংলা ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনা করতো। জুলাই ২০২২ মাসের সভায় তাদেরকে ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে খাবারের মূল্য তালিকা প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন মূল্য তালিকা প্রেরণ করেননি। বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারিদের ড্রেস কোড বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মতামত নিয়ে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৬ জনাব মো: শাহ আলম, এস, এ কর্পোরেশন জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্তিজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের পাশাপাশি কোম্পানিগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও কাজ করেন। সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে একবার তালিকাভুক্ত হলে প্রতিবছর নবায়ন ফি দিয়ে নিয়মিত করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৫০/৬০ বছর আগে থেকে যারা কাজ করছেন তাদেরও নতুন করে তালিকাভুক্ত হতে হয়। তিনি জানান যে, আগে যারা তালিকাভুক্ত হয়েছেন তাদেরকে ঠিক রেখে নতুনদেরকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনে ক্যাটারিং সার্ভিস নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২০' জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাটারিং কোম্পানী গঠন করা হলে বর্তমানে যারা নিয়োজিত আছেন তারা বাদ যাবেন কি-না এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। তিনি বলেন ৩টি ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে ফ্রেস জুস এবং আইসক্রীম বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেলওয়ের ৪টি বিভাগে উন্নতমানের বেকারি স্থাপন করা যেতে পারে। সেখান থেকে ক্যাটারারগণ খাবার ক্রয় করতে পারবে। ট্রেনে উন্নতমানের চুলার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান।

২.৭ জনাব আবদুর রাজ্জাক, সুরুচি ফাস্ট ফুড ক্যাটারার্স বলেন, তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ এ পেশার সাথে জড়িত। মাইক্রোওভেন এবং হিটার ব্যবহার করতে না পারায় মানসম্মত খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। প্রায়শ: বাংলাদেশ রেলওয়ের ইলেকট্রিক বিভাগের কর্মীগণ হিটার নিয়ে যায়। বর্তমানে খাবারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই রেলওয়ের গাড়িতে খাবারের মূল্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৮ অতিরিক্ত প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব) জানান যে, ১০০০/১৫০০ ওয়াটের হিটার ব্যবহার করা যাবে তার বেশি ওয়াটের হিটার ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া একসাথে ওভেন ও হিটার ব্যবহার করা যাবে না। এতে বিদ্যুতের লোড ব্যবস্থাপনার কারণে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে।

২.৯ সিসিএম (পূর্ব) নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে যাত্রীদের সামনে ক্যাটারিং সার্ভিসকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.১০ যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্রান্ডের 'রেল পানি' রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল সভায় 'রেল পানি' ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে ৫০০ মিলিলিটার এবং ১লিটারের পানির বোতল রয়েছে। সভার আলোচনা মোতাবেক ছোট পানির বোতল ২৫০/৩০০ মিলিলিটারের বোতল বাজারজাত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পাবে।

২.১১ মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) জানান যে, কর্মচারীদের ড্রেস তৈরির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বাজেট সংকোচন ব্যয় নীতিমালা অনুসরণে সব কর্মচারীকে একসাথে ড্রেস দেয়া যাচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে সকলকে ড্রেস কোড অনুযায়ী ড্রেস প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২.১২ সভাপতি বলেন, ১৫ নভেম্বর রেল দিবস এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাটারিং সেবার মান উন্নয়নের জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্যাটারার প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা প্রদানে কি কি সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং নিরসনের চেষ্টা করা। তিনি আরো বলেন, ট্রেনে বাসি, পঁচা খাবার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেনে পঁচা, বাসি খাবার সরবরাহ করা যাবে না। স্বাস্থ্যসম্মত ভালো মানের খাবার সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া, তিনি ট্রেনের মধ্যে ক্যাটারিং সার্ভিসের খাওয়া খেয়ে কোন যাত্রী অসুস্থ হলে ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান নীতিমালায় রয়েছে কি-না জানতে চান। এ ধরণের বিধান না থাকলে তা নীতিমালাতে অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। বুফে কারে খাবারের মানের বিষয়টি বাংলাদেশ রেলওয়ের উপরই বর্তায়। কারণ যাত্রীরা কোন ক্যাটারারের মাধ্যমে খাবার পরিবেশিত হচ্ছে সেটা মাথায় না রেখে এটি বাংলাদেশ রেলওয়েরই খাবার বলে মনে করে থাকে। অতএব ট্রেনে খাবার বিক্রির সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাবমূর্তিও জড়িত। আমাদের সকলকে সেবার মন-মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। খাবার গাড়িতে কোন যাত্রী না উঠে সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের ড্রেস কোড অনুযায়ী ড্রেস সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রেস কোড হওয়ার পরও কেন তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ক্যাটারিং সার্ভিস এর সাথে জড়িত কর্মীদের সাদা ড্রেস পরিহার করতে হবে। ক্যাটারিং সার্ভিস এর কর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র ড্রেসের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাটারিং সার্ভিস এর সাথে জড়িত কর্মীদের খাবার পরিবেশন, আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। টিটিই বা অন্যান্য রেলকর্মীরা খাবার গাড়িতে যাত্রী ওঠালে তা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। খাবার গাড়িতে কোন যাত্রী উঠলে ক্যাটারিং সার্ভিসকে জরিমানা করা হবে। খাবারের মূল্য তালিকা প্রত্যেক কোচে লাগিয়ে রাখতে হবে। ক্যাটারারদের রেল পানি ব্যবহার করতে হবে। রেল পানিকে ৩ (তিন) ক্যাটাগরিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। যাত্রীদের বার্থডে বা ম্যারেজডে উপলক্ষে উপহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি বাচ্চাদের খেলনা দিয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

০৩। বিস্তারিত অলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.১	ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়ন: ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বুফে কারে মেয়াদ উত্তীর্ণ/নিম্নমানের কোন খাবার পরিবেশন করা যাবে না। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)

৩.২	বুফে কারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা: ক্যাটারিং সার্ভিসের কর্মীগণ যেন গরম খাবার পরিবেশন করতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক্যাটারিং সার্ভিস এর কর্মীগণ যেন ওভেন ও হিটারের মাধ্যমে খাবার গরম করতে পারে, বাংলাদেশ রেলওয়ে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে তাঁদেরকে ১০০০-১৫০০ ওয়াটের মধ্যে হিটার ব্যবহার করতে হবে। একসাথে হিটার ও ওভেন ব্যবহার করা যাবে না। নির্ধারিত ওয়াটের বেশী ওয়াটের হিটার ব্যবহার করা হলে জরিমানা করা হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন); এবং প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম)
৩.৩	বুফে কারে অবৈধ যাত্রী উঠা বন্ধকরণ: বুফে কারে অবৈধ যাত্রী উঠা বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	বুফে কারে অবৈধ যাত্রী ওঠা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন কর্মচারী বুফেকারে যাত্রী উঠালে ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠানের জনবল বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩.৪	ক্যাটারিং সার্ভিসের জনবলের প্রশিক্ষণ: ক্যাটারিং সার্ভিসের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক্যাটারিং সার্ভিস এর মান উন্নয়নের পাশাপাশি যাত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করবে, কিভাবে খাবার পরিবেশন করবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩.৫	ক্যাটারিং সার্ভিসের কর্মীদের স্বতন্ত্র রং এর পোষাক: ক্যাটারিং সার্ভিসের কর্মীদের ড্রেস পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাটারিং সার্ভিসের কর্মীদের সাদা পোষাকের পরিবর্তে অন্য স্বতন্ত্র রং এর পোশাক ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩.৬	রেল পানি ব্যবহার: রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল সভায় রেল পানি ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল সভায়, বুফেকারসহ রেল সংক্রান্ত সকল পরিবেশনায় ৫০০/৩৫০এমএল এর 'রেল পানি' ব্যবহার করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩.৭	রেল পানি উৎপাদনের নিজস্ব প্ল্যান্ট তৈরির উদ্যোগ: বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিজস্ব উদ্যোগে রেলপানি উৎপাদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিজস্ব উদ্যোগে 'রেল পানি' উৎপাদনের লক্ষ্যে নিজস্ব প্ল্যান্ট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)
৩.৮	বিভিন্ন আন্ত:নগর ট্রেনে বুফে কার পরিদর্শন কমিটি গঠন: বিভিন্ন আন্ত:নগর ট্রেনে বুফে কার পরিদর্শন কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	বুফেকারের বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন গ্রেরণ করতে হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ: ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) — আহবায়ক ২। যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন) — সদস্য ৩। সিসিএম(পূর্ব/পশ্চিম) — সদস্য ৪। উপসচিব (প্রশাসন-২) — সদস্য -সচিব	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.৯	আন্ত:নগর ট্রেনগুলোতে উপহার প্রদান: যাত্রীদের বার্থডে, ম্যারেজ ডে এবং শিশুদের উপহার দেয়ার প্রচলন বিষয়ে আলোচনা হয়।	আন্ত:নগর ট্রেনগুলোতে উপহার প্রদানের রীতি স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষ করে বার্থডে, ম্যারেজ ডে এবং শিশুদের উপহার দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)

০৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০৪১.১৮.০১৬.১৯.২৯৯

তারিখ: ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২০ নভেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩) যুগ্মসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), এডিজি (অপারেশন)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, এডিজি (রোলিং স্টক)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৬) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, এডিজি (অর্থ)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৭) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে (চট্টগ্রাম/রাজশাহী)।
৮) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৯) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১০) যুগ্ম-মহাপরিচালক, যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে
১১) প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২) প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩) সিসিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫) বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাকশী/লালমনিরহাট।

২০.১১.২০২২
আলমগীর হছাইন
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

পরিশিষ্ট-ক

সভার বিষয় ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনসমূহে পরিচালিত ক্যাটারিং সার্ভিসের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা।

সভার সভাপতি ঃ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২২; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০১।	জালাল উদ্দিন আহমেদ যুগ্মসচিব	MoR	—	১৩/১১/২২
০২।	আ.স.ম আশরাফুল আলম যুগ্ম সচিব	MoR	-	১৩/১১/২০২২
০৩।	মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক (পূর্ব)	বি,আর।	01711506114	13/11/2022
০৪।	মোঃ [illegible] [illegible]	রেলপথ মন্ত্রণালয়	01718877579	১৩/১১/২০২২
০৫।	মো: [illegible] রহমান [illegible] [illegible] সার্ভিস [illegible]	চট্টগ্রাম	01818-837046	13.11.2022
০৬।	মোহাম্মদ [illegible] এমডি এম. এ [illegible]	চট্টগ্রাম	01711311028	13.11.22
০৭।	[illegible] বিশ্বাস [illegible]	[illegible]	01911-869700	

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০৮।	মো. মামুন হোসেন প্রোপ্রাইটর মেসার্স হাজির বানিজ্য বিতান	মেসার্স হাজির বানিজ্য বিতান	01715004866	মামুন হোসেন
৯।	মাসুদুর রহমান মেসার্স নিউ নিপা টেলিকম এন্টারপ্রাইজ	নিউ নিপা টেলিকম এন্টারপ্রাইজ	01777 7485 12	[illegible]
১০।	মো. নজরুল আলী মেসার্স প্রগতি [illegible]	মেসার্স প্রগতি [illegible]	01727004303	[illegible]
১১।	মো: হাবিবুল আলম	মেসার্স ওবায়দুল হক এন্ড সন্স	01819080810	মো: হাবিবুল আলম
১২।	মো: মিজানুর রহমান	মেসার্স আব্দুল্লাহ এন্ড কো:	0177564811	[illegible]
১৩।				
১৪।				
১৫।				
১৭।				

<u>পরিশিষ্ট-ক</u>

সভার বিষয় ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনসমূহে পরিচালিত ক্যাটারিং সার্ভিসের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা।

সভার সভাপতি ঃ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২২; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০১।	সরদার সাহাদাত আলী এজিএম (অপাঃ)	বিআর	০১৭১১৫০৫৬১০	[signature] ১৩/১১/২০২২
০২।	মো: মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী ADG/RS	BR	01711505302	[signature] ১৩/১১
০৩।	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন GM (East)	BR	01711505308	[signature] ১৩/১১/২২
০৪।	মো: বোরহান উদ্দিন CME/E	BR	01711506110	[signature] ১৩/১১/২২
০৫।	এ এম সালাহ উদ্দীন JDG/Op.	BR	01711506118 a7luddin@yahoo.com.	[signature]
০৬।	সুজিত কুমার বিশ্বাস CCM/W	BR	01711506115 ccmw@railway.gov.bd.	[signature] 13.11.22
০৭।	মো: নাহিদ হাসান খাঁন Dir Traffic (Com)	BR	01711691602 ~~[illegible]@~~	[signature] 13.11.22

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০৮।	মোহাম্মদ সফিকুর রহমান ডিআরএম/ঢাকা	ঢাকা	01711506137 drmdhaka@railway.gov.bd	[signature] ১৩/১১/২২
৯।	মো: আনসার আলী ডিডি/টিসি	রেলভবন, ঢাকা।	01711692962 ddtc@railway.gov.bd.	[signature] ১৩/১১/২০২২
১০।	[illegible] সুরুচি ফাস্ট ফুড ক্যাটারার্স	রেল ভবন, ঢাকা।	01716-436556 Suruchi Fast Food @gmail.com	[signature]
১১।	মো: শহিদুল ইসলাম শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজ	,,	01712087912 Shahidul16107b @gmail.com.	[signature]
১২।	মো: আনোয়ার [illegible] [illegible] ভোজনালয়		01911620286	[signature]
১৩।	মো: মিজানুর রহমান মেসার্স আনোয়ার এন্ড সন্স রেলওয়ে ক্যাটারার		01711856689.	[signature]
১৪।	মো: মোর্শেদ কামাল		01736982372	[signature] ১৩/১১/২০২২
১৫।	মো: মামুন মিয়া প্রধান অধিকারী	প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পূর্ব) দপ্তর চট্টগ্রাম	01711-113884	Mamun 13-11-2022
১৬।	[illegible]		01856658656	[signature]

১৮।				
১৯।	মো. [illegible]	[illegible]	01860322745	[illegible]
২০।	মো: [illegible]	[illegible]	০১৭১২২১৮৩৩২৭	[illegible]
২১।	[illegible]	[illegible]	01720017521	[illegible]
২২।	[illegible]	[illegible]	০১৭১৭৬৫০০৫৩	[illegible]
২৩।	মো. [illegible]	[illegible]	01715388028	[illegible]
২৪।				
২৫।				
২৬।				
২৭।				
২৮।				